সংবাদ

024

তারিখ ...25/10/83...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

স্কুল-মাদ্রাসায় অনিয়ম

ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয় ॥ অনেক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই

(উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি)

রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলা। আয়তন ১০৩ বর্গমাইল। জনসংখ্যা প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা মিলিয়ে মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২৪টি। এগুলোতে ছাত্র সংখ্যা ২৭ হাজার ৩৪৬, ছাত্রী ১০ হাজার ১২২ জন। আর এদের পড়িয়ে থাকেন ৭৯৪ জন শিক্ষক। অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে ১জন শিক্ষক।—এসব তথ্য সহজেই পাওয়া যায় শিক্ষা বিভাগে; কিন্তু ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলোকে বলা হয় মানুষ গড়ার কারখানা সেখানে কি ধরনের অনিয়ম আর দুর্নীতি চলছে, তার খোঁজ পাওয়া যায় সরেজমিনে অনুসন্ধান চালালে।

পীরগাছা এলাকায় ১৪টি হাইস্কুল, ১৪টি মাদ্রাসা ও ১১টি জুনিয়র হাইস্কুলে (মোট ৩৯টি) অনুসন্ধান করে অনিয়ম আর দুর্নীতির যে সব খণ্ড ছবি বেরিয়ে এসেছে, তা মোটেই সুখকর নয়।

অনুসন্ধানে যা দেখা গেল

৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, ৩২টিতেই রয়েছে অনিয়ম আর কারচুপি। যেমন: ৩২টি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর প্রকৃত সংখ্যা ৬ হাজার ১০৬; কিন্তু খাতাপত্রে দেখানো হচ্ছে ৭ হাজার ১৮ জন অর্থাৎ ৯১২ জন ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী দেখানো হয়েছে। কি এর কারণ? কারণ হলো, শিক্ষকদের মনে এই এই ধরনের একটা ধারণা রয়েছে

(৩-এর পাতায় দেখুন)

স্কুল মাদ্রাসায় অনিয়ম

(১ম পাতার পর)

যে, ছাত্র-ছাত্রী কম দেখালে সরকারী অনুদান পাওয়া যাবে না। তাই ভুয়া কিছু নাম খাতায় বসিয়ে দিয়েছেন তারা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপারটি উদঘাটন করেছেন। স্কুল ও মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটি তা স্বীকারও করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, ইটাকুমারীর দেওয়ান সালেউদ্দিন দাখেল মাদ্রাসা। ১ম বর্ষে দেখানো হয়েছে ৬৫ জন ছাত্র, কিন্তু আসলে এই বর্ষে আছে ৪১ জন ছাত্র। শুধু তাই নয় ৬৫ জন ছাত্র দেখিয়ে, এই বর্ষের পৃথক একটি ভুয়া শাখা (ক শাখা, খ শাখা) খোলা হয়েছে, এবং এর জন্যে ১ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, তিনি বেতনও নিচ্ছেন। অতএব এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়, সরকারী টাকা-পয়সার লোভেই ছাত্রসংখ্যা বেশী দেখানো হয়েছে।

একই মাদ্রাসায় ২য় বর্ষে ৪০ জন ছাত্র খাতায় পত্রে দেখানো হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছাত্রসংখ্যা হলো ২০। ৩য় বর্ষে ২০ জন ছাত্র পড়ছে, কিন্তু দেখানো হচ্ছে ৩৯ জন। দাখিল ৪র্থ বর্ষে দেখানো হচ্ছে ৩৫ জন ছাত্র, আসলে রয়েছে ১৬ জন। ৫ম বর্ষে ৯ জনের স্থলে দেখানো হচ্ছে ১৭ জন ও ৬ষ্ঠ বর্ষে ৬ জনের স্থলে ১০ জন ছাত্র দেখানো হচ্ছে।

এই মাদ্রাসাটিতে মোট ১১২ জন ছাত্র পড়াশোনা করছে; কিন্তু খাতাপত্রে দেখানো হয়েছে ২০৬ জন। মাদ্রাসায় কোন বর্ষে কোন শাখা নেই; কিন্তু কাগজপত্রে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

অপর একটি মাদ্রাসা সাতদরগাহ দাখিল মাদ্রাসা। অন্নদানগরে অবস্থিত এই মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেণ্ট কামেল তৃতীয় শ্রেণী পাস, তিনি সে কারণে ৬২৫ টাকা স্কেলে বেতন পাবেন; কিন্তু তিনি বেতন নিচ্ছেন ৭৫০ টাকা স্কেলে।

বেতন বেশী নিচ্ছেন

অনুসন্ধানে দেখা যায়, ঐ ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও স্টাফিং প্যাটার্নের বাইরে ২৩জন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে বেতন নিয়ে আসছেন। মাসিক গড়ে ৩০০ টাকা হিসেবে ৭০০০ টাকা, অর্থাৎ ১৭ মাসে মোট ১ লাখ ১৯ হাজার টাকা নিয়েছেন।

একটি মাদ্রাসায় ক্বারীর পদে দেখা গেল প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই এমন একজনকে। ক্বারীর পদের জন্য প্রয়োজন আলেমসহ কেরাত সার্টিফিকেট। কিন্তু শুধু দাখিল সার্টিফিকেটধারীকে চাকরি দিয়ে ক্বারীর কাজ চালানো হচ্ছে। একটি হাইস্কুলে বিএসসি শিক্ষকের কাজ আইএসসি দিয়ে চালানো হচ্ছে। অপর একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেআইনীভাবে উচ্চ বেতন নিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখিত ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে হাইস্কুল ৯টি, জুনিয়র হাইস্কুল ৭টি ও মাদ্রাসা ১৬টি।

একটি প্রাইমারী স্কুলে

পীরগাছায় ৯১টি সরকারী-বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশেই রয়েছে বই ও পোশাক বিতরণ নিয়ে ঝামেলা। শিক্ষকদের অনুপস্থিত থাকার কারণে দৈনন্দিন পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। এসব ব্যাপার জানা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না তেমন।

হঠাৎ করে গত মাসে একদিন পাওটানা হাটের পাশে কাঠপাড়া সরকারী প্রাইমারী স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। বেলা ১২টার সময় দ্বিতীয় শিফটের ক্লাস শুরু হয়েছে; কিন্তু প্রধান শিক্ষক সাহেব একখানা ছুটির আবেদনপত্র রেখে চলে গেছেন। শিক্ষক হাজিরা খাতার ভেতরে ৫ খানা ছুটির আবেদনপত্র পাওয়া গেল। আবেদনকারীর নাম লেখা নেই, কবে ছুটি দরকার সে ঘর খালি, কবে আবেদন করা হয়েছে তাও লেখা নেই। এই ধরনের আবেদনপত্র আগে থেকে লিখে রাখবার কারণ হলো: প্রতিদিনই একজন না একজন শিক্ষক পালাক্রমে অনুপস্থিত থাকেন; এসময় হঠাৎ কোন পরিদর্শক এসে পড়লে অনুপস্থিত শিক্ষকের নাম ও তারিখ বসিয়ে তা উপস্থাপন করা হয়। আর পরিদর্শক না এলে তো কথাই নেই পরদিন শিক্ষকটি হাজির হয়ে খাতায় নাম সই করেন।—ঐ আবেদনপত্রগুলো বিভিন্ন শিক্ষকের হাতের লেখা, তবে ছুটি প্রার্থনার কারণ একটাই: "বিশেষ সাংসারিক কাজ"।

বিভিন্ন ক্লাসের হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে দেখলাম। ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও খাতায় তাকে উপস্থিত দেখানো হয়েছে। উপস্থিতির হার বেশী—এটা শিক্ষা বিভাগকে দেখানোর জন্যেই এমনটি করা হয়ে থাকে।

হাজিরা খাতায় বেশ কিছু নাম দেখা যায় যারা আদৌ স্কুলে পড়ে না। যেমন ৪র্থ শ্রেণীতে গিয়ে দেখলাম, হাজিরা খাতায় মর্জিনা বেগম নামে একটি মেয়ে দেখানো হয়েছে। ৩/৮/৮৩ তারিখে সে নাকি ক্লাসে হাজিরও ছিলো। কিন্তু ঐ মর্জিনা বেগম বেশ কিছুদিন হলো পড়া বাদ দিয়েছে, স্কুলেই আসে না সে। একইভাবে, আবুল হোসেন (গ্রাম: খানাবর), রাশেদা খাতুন (গ্রাম: সাওলা), আবদুল মান্নান-এদের নাম রয়েছে খাতায়। আবু রায়হান নামে একটি ছেলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, তার নাম দেখা যায় চতুর্থ শ্রেণীর হাজিরা খাতায়। মজিবর রহমান (গ্রাম: আদম) নামের ছেলেটি স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়ে, তার নাম এই প্রাইমারী স্কুলের খাতায় রয়েছে।

—সরকারী কাগজপত্রে দেখানো হয় যে, ৪র্থ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিন উপস্থিত থাকে গড়ে ৩৫ জন। কিন্তু তদন্ত করে দেখা যায়, গড় উপস্থিত ১৫ জনের বেশী নয়।